বিশেষ ক্রোড়পত্র

অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারে বন্দিজীবন শেষে ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলেও প্রকৃতপক্ষে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই এ বিজয় পূর্ণতা লাভ করে। এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হবে যা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসটিকে আরো বেশি তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। এ প্রেক্ষাপটে ১০ জানুয়ারি থেকে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জাতির পিতার অবদান ছিল অতুলনীয়। ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বসহ ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশন আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় সবই হয়েছিল তাঁর নেতৃত্বে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা, স্বাধীন বাংলার রূপকার। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহার কারণে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার মুক্তিকামী মানুষ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে প্রকারান্তরে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। বজ্রকণ্ঠে তাঁর উচ্চারণ, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ২৫ মার্চ কালরাত্রে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধনযজ্ঞের নীলনকশা 'অপারেশন সার্চলাইট' এর মাধ্যমে গণহত্যা শুরু করে। এ প্রেক্ষাপটে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন এবং সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেন। চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এর পরই পাকিস্তানি জান্তারা বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসা থেকে গ্রেফতার করে এবং তদানিন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারে বন্দি করে রাখে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সদ্য-স্বাধীন দেশে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এবং জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা আমাদের জাতীয় জীবনে গৌরবময় অধ্যায়। এর মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আরো বেশি জানতে পারবে এবং তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে অবদান রাখবে - এই প্রত্যাশা করি। বছরজুড়ে দেশ-বিদেশে সাড়ম্বরে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময়কে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করা হয়েছে। জন্মশতবার্ষিকীর মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় রাখতে ও ২০২১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযথভাবে উদ্‌যাপনে এগিয়ে আসতে আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়াই হোক এবারের বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও মুজিববর্ষে সকলের অঙ্গীকার।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

আজ ১০ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ। আটচল্লিশ বৎসর পূর্বে এমন একটি দিনে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সোমবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নয় মাস চৌদ্দ দিন পাকিস্তানে বন্দি জীবনের পর স্বাধীন মুক্ত বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আর সে সময় থেকে বাঙালি জাতি প্রতি বৎসর এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় "বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস" হিসেবে উদ্‌যাপন করে। আজকের এই মহান দিনে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং একই সাথে সংকল্পবদ্ধ হই যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা আমরা অবশ্যই বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাব।

প্রতি বছর ১০ জানুয়ারি এক আনন্দের দিন হিসেবে বাঙালির মাঝে ফিরে আসে। এই দিন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বাঙালি তাদের প্রিয়তম নেতাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়। রেসকোর্স ময়দান সেদিন আনন্দ, ভালোবাসা ও কান্নার রোলে মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে বঙ্গভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে একজন সাংবাদিক 'প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর কোনো বাণী আছে কি-না' জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু স্মিতহাস্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী/ভয় নাই ওরে ভয় নাই/নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান/ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই...' পঙক্তিগুচ্ছ উদ্ধৃতি করে বলেন যে আজকের দিনে জাতির প্রতি এটিই আমার বক্তব্য। সেদিন বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে নিজস্ব গুণাবলী ও নৈতিক মূল্যবোধের দ্বারাই বিশ্বের দরবারে বাঙালি জাতি তার মহানুভবতায় ভাস্বর হয়ে থাকবে।

বঙ্গবন্ধু যেদিন স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন, সেদিনই বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করে। ১৬ ডিসেম্বর ৭১-এর পর থেকে জাতি অপেক্ষার প্রহর গুনেছে কখন স্বাধীনতার স্থপতি বাংলাদেশে ফিরে আসবেন। বঙ্গবন্ধু যখন ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২:৩০ মিনিটে লন্ডনে পৌছান তখনই বিশ্ব গণমাধ্যমে বাঙালি জানতে পারে যে তাদের প্রিয় নেতা এখন মুক্ত আর বঙ্গবন্ধু হিথ্রো

বিমানবন্দরে অবতরণ করে বলেন 'আমার সোনার বাংলা আজ মুক্ত'। বাঙালির মুক্তিদূত ও মুক্তিদাতা মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব এভাবেই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মুক্তির জয়গানই শুনিয়েছেন। লন্ডন থেকে সাইপ্রাসে বিমানের রিফুয়েলিং করে দিল্লী হয়ে বঙ্গবন্ধু ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরে অবতরণ করেন ১০ জানুয়ারি

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও জন্মশতবার্ষিকীর প্রতীক্ষা

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

আগামী ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে মহিমাময় এই মাহেন্দ্রক্ষণ। বছরব্যাপী দেশ-বিদেশে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ১৭ মার্চ ২০২১ সময়কে সরকার 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করেছে। মুজিববর্ষে কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতির পিতাকে জানাবে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। পুরো জাতি আজ মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের প্রতীক্ষায়। বছরব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রাণবন্ত আয়োজনে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হবে। এ জন্য আমরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এ বছর আমাদের জীবনে অভিজ্ঞতার অসাধারণ অংশ হয়ে থাকবে।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ উচ্চতায় আসীন হয়েছেন।

রূপান্তরিত হয়েছেন ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে। তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ আজ ইউনেস্কো' মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত। এ ভাষণ বাঙালির ইতিহাসের বাঁকবদলের ভাষণ। কারণ এর আগে বাঙালিকে কেউ এভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি, কেউ এভাবে স্বাধীনতার ডাক দেয়নি; তাঁর ডাকেই বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে। এ ভাষণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধাবস্থার ভাষণ। একদিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর রক্তচক্ষু ও তাদের ট্যাঙ্ক-কামান প্রস্তুত অন্যদিকে নিরস্ত্র বাঙালির হৃদয়ে স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছেন অকুতোভয় এক মহানায়ক। ৭ মার্চের অগ্নিগর্ভ ভাষণে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন জাতির একমাত্র প্রতীক হিসেবে। সেদিন তিনি শুধু ব্যক্তি নন, শুধু নেতা নন, বাঙালি জাতিসত্তার হাজার বছরের অতিক্রান্ত ইতিহাসকে ধারণ করে নিজেই রূপান্তরিত হয়েছেন জনতার কণ্ঠস্বরে। তিনি বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। তিনি পাকিস্তানি সামরিক জান্তার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সাহসের তর্জনী উঁচিয়ে আরো বলেছিলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো"। বলেছিলেন, "আর দাবায়ে রাখতে পারবানা"। সেইক্ষণে রচিত হয়েছিল বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম মহাকাব্য। প্রথম সার্বভৌম বাঙালি হিসেবে জনতার শক্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার উদাহরণও তিনি সৃষ্টি করেছেন। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এই জাতির শক্তি, সাহস ও প্রেরণার উৎস।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ আমাদের জাতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। সেদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বীরের বেশে ফিরে এসেছিলেন তাঁর প্রিয় স্বাধীন স্বদেশে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নৃশংস গণহত্যা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এর পরপরই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে। পাকিস্তানিরা বন্দি অবস্থায় শেখ মুজিবকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু বিশ্ব জনমতের চাপে তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে পারেনি। স্বাধীন বাংলাদেশে যেদিন বঙ্গবন্ধু অবতরণ করেছিলেন সেদিন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করেছিল জাতি। চতুর্দিকে উল্লাস, আনন্দে উৎফুল্ল জনতার সমুদ্র। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগানে মুখর বাঙালি জাতি তাদের মুক্তিদাতাকে বরণ করেছিল। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা নামক মহাকাব্যের রচয়িতাকে গভীর ভালোবাসায় সিক্ত করেছিল।

বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় স্বদেশের মাটিতে পা রেখে বলেছিলেন, "আমি আজ বাংলার মানুষকে দেখলাম, বাংলার মাটিকে দেখলাম, বাংলার আকাশকে দেখলাম বাংলার আবহাওয়াকে অনুভব করলাম। বাংলাকে আমি সালাম জানাই, আমার সোনার বাংলা তোমায় আমি বড়ো ভালোবাসি, বোধ হয় তার জন্যই আমায় ডেকে নিয়ে এসেছে"। তিনি সকাতরে বলেছিলেন, "আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে, আমার বাংলার মানুষ আজ মুক্ত হয়েছে"। "আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম, ফাঁসি কাষ্ঠে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু আমি জানতাম আমার বাঙালিকে দাবায় রাখতে পারবে না"। "আমি জানতাম না আমি আপনাদের কাছে ফিরে আসবো। আমি খালি একটা কথা বলেছিলাম, তোমরা যদি আমাকে মেরে ফেলে দাও কোন আপত্তি নাই, মৃত্যুর পরে তোমরা আমার লাশটা আমার বাঙালির কাছে দিয়ে দিও-এই একটা অনুরোধ তোমাদের কাছে"।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন সাহসী ও অকুতোভয় বাঙালির মূর্ত প্রতীক। মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে তিনি বলেছিলেন, "আমার মৃত্যু আসে যদি আমি হাসতে হাসতে যাবো, আমার বাঙালি জাতকে অপমান করে যাবো না তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইবো না এবং যাবার সময় বলে যাবো জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান"। "বাংলা আমার স্বাধীন, বাংলাদেশ আজ স্বাধীন"।

৮ জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ৮ জানুয়ারি তিনি পিআইএ এর একটি বিশেষ বিমানে লন্ডন পৌছান। ১০ জানুয়ারি ব্রিটিশ রাজকীয় কমেট বিমানে ভারতে সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে অবতরণ করেন বঙ্গবন্ধু। জাতির পিতা যেদিন ফিরে এসেছিলেন, সেদিন পুরো জাতি যেন প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিল। এই দিনটিকে সামনে রেখে ২০২০ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা। এই ক্ষণগণনার জন্য যেখানে মুক্ত বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বাধীন দেশে প্রথম অবতরণ করেছিলেন সেই তেজগাঁও পুরাতন বিমান বন্দরকে স্থান হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। আর এই ক্ষণগণনার মাধ্যমে শুরু বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে জাতির অধীর প্রতীক্ষা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই জন্মশতবার্ষিকী একটি বিশেষ সময়কালের অর্জন ও গৌরবের সঙ্গে যুক্ত। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর সুগভীর তাৎপর্যের সঙ্গে এসময় যোগ হবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির কয়েকটি মাইলফলক। বঙ্গবন্ধু একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলার স্বপ্নযাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই স্বপ্নযাত্রা গতি পেয়েছে। আজ আর্থসামাজিক উন্নয়নের নানা বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। দেশে যে কয়টি মাইলফলক এই সময়ে অতিক্রান্ত হবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ। এ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ১০ই জানুয়ারি এক ঐতিহাসিক দিন। এ বছর এ দিবসটি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ক্ষণগণনার দিন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

জাতির পিতার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক জান্তা জনগণের এ রায়কে উপেক্ষা করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে শুরু করে প্রহসন। বাংলার গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। জাতির চূড়ান্ত মুক্তির লক্ষ্যে জাতির পিতা ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে ঘোষণা করেন, "...প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো। ...এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ২৫-এ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধন শুরু করে। বঙ্গবন্ধু ২৬-এ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করার পরপরই পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের নির্জন কারাগারে প্রেরণ করে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস নিভৃত কারাগারে তিনি অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হন। প্রহসনের বিচারে ফাঁসির আসামি হিসেবে তিনি মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। জাতির পিতা ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণশক্তি। তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মরণপণ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। পরাজিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয় বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে। জাতির পিতা ১৯৭২'র ১০ই জানুয়ারি বাংলার মাটিতে ফিরে আসেন। ঐদিন তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রে এক ভাষণে তিনি পাকিস্তানি সামরিক জান্তার নির্মম নির্যাতনের বর্ণনা দেন, সেই সঙ্গে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা সংঘটনের দায়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বিচারের মুখোমুখি করতে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান। বাঙালি জাতি ফিরে পায় জাতির পিতাকে। বাঙালির বিজয় পূর্ণতা লাভ করে।

বঙ্গবন্ধু যখন তাঁর স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে। এই ঘৃণ্যতম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারা হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়। খুনিদের বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে কূটনীতিকের চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করে। মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে বিকৃত করে। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা রুদ্ধ করে। পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত সরকার এই ধারা অব্যাহত রাখে।

দীর্ঘ সংগ্রাম ও অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনে জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটকে বিপুলভাবে বিজয়ী করে। সেই থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয়বারের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশ ও জনগণের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ১১ বছরে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, কূটনৈতিক সাফল্যসহ প্রতিটি সেক্টরে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। তৃণমূলের জনগণ আজ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের ৫টি দেশের একটি; উন্নয়নের 'রোল মডেল'।

ইতোমধ্যেই আমরা ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ই মার্চ ২০২১ সময়কে 'মুজিববর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছি। ইউনেস্কো'র সঙ্গে আমরা যৌথভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করবো। আগামী ১৭ই মার্চ ২০২০ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালা শুরু হচ্ছে।

১০ই জানুয়ারি ক্ষণগণনা উপলক্ষে সারাদেশে স্থাপিত ক্ষণগণনার ঘড়ি এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম তুলে ধরতে স্থাপিত ডিসপ্লেগুলো জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে বলে আমি আশা করি।

জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সবই বর্তমান সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার ও প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতার দৃষ্টান্ত। এই বিষয়গুলো নিয়ে বহু লেখা হয়েছে। আমি সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিস্তারিত উল্লেখের দিকে যাচ্ছি না। জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও সরকারি অঙ্গীকার বাস্তবায়নের এই মেলবন্ধনের ইতিহাস সম্ভবত অন্য কোনো দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে বলা হয়েছে 'মহান স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ পূর্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনকালে সুখী সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে রূপকল্প ২০২১ সফলভাবে সম্পন্ন করা জাতির কাছে আমাদের অঙ্গীকার'। জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয়কে যুক্ত করা হয়েছে যা এ উৎসব আয়োজনকে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যে অভিষিক্ত করবে।

জনগণ ইতিহাসের চালিকাশক্তি। কিন্তু ব্যক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজ গুণে, সক্ষমতায়, সাহস ও মেধার অসাধারণ দীপ্তিতে এবং আন্দোলন সংগ্রামের দীর্ঘ ও কষ্টকর পথ পেরিয়ে কোনো কোনো ব্যক্তি আবির্ভূত হন জাতির কণ্ঠস্বর হিসেবে। জনতার অভিপ্রায়, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন ধারণ করে জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও মুক্তির নতুন দিগন্তের সন্ধান দেন তারা। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা এ রকম অনেক মহামানব সম্পর্কে জানি।

বঙ্গবন্ধু তাঁর সাহস, অনমনীয় দৃঢ়তা এবং অসাধারণ বাগ্মিতার অভূতপূর্ব সমন্বয়ে বাঙালির শ্রেষ্ঠতম নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। জেল, জুলুম, অত্যাচার কিছুই তাকে বাঙালির মুক্তির স্বপ্নযাত্রা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সম্প্রতি জেলখানা থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে দেখা যায়, ৩০৫৩ দিন তিনি জেলখানায় অতিবাহিত করেছেন। সেই যে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনকালে গ্রেফতার হয়েছিলেন, তারপর থেকে জেলখানাই হয়ে উঠেছিল তাঁর নিত্য আবাসস্থল। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' এই দুটি অসাধারণ গ্রন্থে এবং সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর "Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman" গ্রন্থে আমরা এসব দিনের অনেক খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানতে পারি।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ধ্বংসস্তূপ থেকে পৌরাণিক ফিনিক্স পাখির মতো তাঁর নেতৃত্বে জেগে উঠেছিল নতুন দেশ। আরাধ্য সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের স্বপ্নযাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি। ঘাতকের বুলেটে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। কিন্তু আমাদের জীবনাচরণে, প্রাত্যহিকতায় চিরকালীন বাতিঘরের মতো তিনি সমুজ্জ্বল। নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি প্রতিমুহূর্তে আবির্ভূত হচ্ছেন প্রেরণার দীপশিখা হিসেবে। আজ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের যে অভিযাত্রা, সেখানে তিনিই সাহস ও আলোকবর্তিকা।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী তাই বাঙালির কাছে নিছক জন্মদিন নয়, বাঙালির কাছে মুক্তিদাতার প্রতি সম্মান জানানোর বিরল সুযোগের দিন। সেই সঙ্গে যে জাতিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন, অবয়ব দিয়েছেন এবং বিশ্বসত্তার গর্বিত অংশে রূপায়িত করেছেন, তাঁর প্রতি সেই জাতির সম্মিলিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও সময় এটি। জীবদ্দশায় তিনি শোষিতের নেতা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। ফিদেল ক্যাস্ট্রোর মতো বিশ্বনায়কের চোখেও তিনি ছিলেন হিমালয়। বিশ্ব মিডিয়ায় তিনি 'রাজনীতির কবি' হিসেবে নন্দিত।

বঙ্গবন্ধু যুগপৎ জাতির নেতা এবং বিশ্বনেতা। এই জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের মানুষ এবং বিশ্বের মুক্তিকামী, স্বাধীনতাকামী মানুষ বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানাবে, ভালোবাসা জানাবে। আমরা আশা করি, এ আয়োজন একদিকে হবে গৌরবের নিরিখে ইতিহাসের উত্তরাধিকার এবং অন্যদিকে স্মৃতিময় ও উৎসবমুখর। আমাদের প্রত্যাশা, তরুণ প্রজন্ম ব্যাপকহারে এই আয়োজনে সম্পৃক্ত হবে। তাঁর জীবন ইতিহাস থেকে পাঠ নিয়ে আগামী দিনের বাংলাদেশের কুশীলব হিসেবে তারা আবির্ভূত হবে। আমরা চাই বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্ববাসী এই 'রাজনীতির কবি'র অসীম সাহস ও আত্মত্যাগের জীবনালেখ্য পাঠ করবে। বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন এই দেশে। আজ পৃথিবী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতিতে ৪র্থ বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। উদ্ভাবন ও অগ্রগতির এই বিস্ময়কর যাত্রার সঙ্গে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পাঠ বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত করতে সহায়ক

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)